JUN 10 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা ভার্সিটি হলে তল্লাশী

৬টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১০৬ রাউন্ড গুলী উদ্ধার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গত শনিবার গভীর রাতে পুলিশ ও বিডিআর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে দফায় দফায় তল্লাশী চালিয়ে সাধারণ ছাত্রসহ ৩০ জন ছাত্রদল কর্মীকে আটক করে। পুলিশ এ সময় এসএম হলের মেসের ফ্রীজ থেকে ১০৬ রাউন্ড তাজা গুলীসহ ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। এদিকে, সনি হত্যার প্রতিবাদে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ-সমাবেশ করে। জানা যায়, পুলিশ এবং বিডিআর জওয়ানরা রাত ৩টার পর তল্লাশী চালিয়ে হাজী মুহসীন হল থেকে হিটলার, বাকিরিয়া শফিক ও তার আত্মীয়, জহুরুল হক হল থেকে ছাত্রদলের লাল্টু গ্রুপের নেতা মিশু, মুন্না, মিন্টু, জিবলু (সাধারণ ছাত্র)সহ ১৬ জন ছাত্র, এফ রহমান হল থেকে ৪ জনকে আটক করে নিয়ে যায়। এসএম হলের মেসের ফ্রীজ থেকে ৩টি কাটা রাইফেল, ১টি ব্রিটিশ কারবাইন, ১টি রিভলবার ও ১টি পিস্তল এবং ১০৬ রাউন্ড তাজা গুলী পুলিশ উদ্ধার করে। অস্ত্রগুলোর মধ্যে (২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এসএম হলে বিডিআর পুলিশ যৌথ অভিযান-চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও কয়েকজনকে আটক করে [illegible] আজিজুর রহীম

ঢাকা ভার্সিটি

(প্রথম পৃঃ পর)

২টি কাটা রাইফেল লাল্টু গ্রুপের ১টি ছাত্রদল নেতা মাসুম বিল্লাহর এবং অপরগুলো টগরের বলে জানা যায়।

আগেরদিনের লাল্টু গ্রুপের কর্মীদের দখলে নেয়া বঙ্গবন্ধু হল ও এসএম হলসহ সবকয়টি আবাসিক হলেই ছাত্রদল কর্মীরা জোর নিরাপত্তা বসিয়েছে। হলগুলোতে দখল আতংক বিরাজ করছে। বুয়েটের ঘটনার কারণে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া আবার পিছিয়ে গেলো। গত ৭ মাস যাবৎ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। গতকাল ক্যাম্পাসে ছাত্রদল নেতাদের অনেককেই আক্ষেপ করতে দেখা যায়। কয়েকজন ছাত্রদল নেতা বলেন, এক টগরই কমিটি শেষ করে দিয়েছে। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

বুয়েটের ঘটনার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কারা কারা জড়িত এ ব্যাপারে এখনও কোন তদন্ত কমিটি হয়নি। তদন্ত কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রক্টর অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেছেন, তদন্ত কমিটি গঠন করলেই কি দোষীরা ধরা পড়বে। কয়েক মাস পূর্বে জহুরুল হক হলের লাল্টু গ্রুপের কর্মীরা পলাশীতে চাঁদার দাবীতে দোকানীর উপর ব্যাপক হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট চালালেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন তদন্ত কমিটি গঠন করেনি, এমনকি কাউকে শোকজও করেনি।